২৪-০৫-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- যেই বাবাকে তোমরা অর্ধেক কল্প ধরে স্মরণ করেছো, এখন তাঁর নির্দেশ পালন করো, এর ফলে তোমাদের চড়তি কলা হতে থাকবে ।"

প্রশ্ন :- বাচ্চারা তোমাদের নেচার - কিওর নিজেদেরই করতে হবে, সেটা কিভাবে ?

উত্তর :- এক বাবার স্মরণে থাকলে আর ভালোবাসার সঙ্গে এই যজ্ঞের সেবা করলে তোমাদের নেচার কিওর হয়ে যাবে, কারণ এই স্মরণের দ্বারাই আত্মা নিরোগী হয়, আর সেবা করতে থাকলে অপার খুশীতে থাকা যায় । তাই যে বাবার এই স্মরণ আর সেবায় নিজেকে ব্যস্ত রাখে তার নেচার কিওর হতে থাকে ।

গীত :- তোমরা রাত কাটিয়েছো ঘুমিয়ে .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গান শুনেছে । মালা ঘোরাতে ঘোরাতে যুগ কেটে গেছে । ক'টা যুগ কেটেছে ? দুই যুগ । সত্যযুগ আর ত্রেতায় কেউ মালা ঘোরায় না । কারোর বুদ্ধিতেই এই কথা নেই যে আমরা উপরে উঠতে থাকি তারপর আবার নিচে নামতে থাকি । আমাদের এখন চড়তি কলা । আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদের । ভারতবাসীদের যে পরিমানে চড়তি কলা আর উতরতি কলা হয়, অন্য কারোর তা হয় না । ভারতই শ্রেষ্ঠাচারী (শ্রেষ্ঠ আচরণ সম্পন্ন) আর ভ্রষ্টাচারী (দুর্নীতিপরায়ণ) দুনিয়ায় পরিণত হয় । আবার এই ভারতই নির্বিকারী আর বিকারী হয় । ভারত ছাড়া অন্য ভূখণ্ড বা ধর্মের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই । তারা কেউই স্বর্গে আসে না । এ হলো ভারতবাসীদেরই ছবি । তারাই বরাবর রাজত্ব করতো । তাই বাবা বলেন তোমাদের এখন চড়তি কলা । তোমরা যার হাত ধরেছো তিনিই তোমাদের সাথে করে নিয়ে যাবেন । আমাদের ভারতবাসীদেরই এই চড়তি কলা হয় । তোমরাই মুক্তিতে গিয়ে তারপর জীবনমুক্তিতে আসবে । অর্ধেক কল্প এই দেবী - দেবতাদের রাজ্য চলে । তোমরা ২১ পীড়ি চড়তে বা উঠতে থাকো তারপর ধীরে ধীরে নামার কলা হয় । বলা হয় চড়তি কলার জন্য সবার ভালো হয় । এখন তো সবার ভালো হচ্ছে । কিন্তু তোমরাই চড়তি কলা আর এই উতরতি বা নামার কলার মধ্যে আসো । এই সময় ভারত যত ধারে জর্জরিত তা আর কেউই নয় । বাচ্চারা জানে যে আমাদের ভারত একদিন সোনার পাখির তুল্য ছিল । এখানে অনেক সাহুকার ছিল । এখন ভারতের এই নামার কলা সম্পূর্ণ হয়েছে । বিদ্বানরা ভাবে কলিযুগের আয়ু প্রায় ৪০ হাজার বছর । তারা ঘোর অন্ধকারে আছে । তোমাদের অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হবে, না হলে ভক্ত লোকেরা চমকে যাবে । প্রথমে দুইজন বাবার পরিচয় দিতে হবে । ভগবান উবাচঃ গীতা হলো সকলের মা বাবা । বর্সা বা সম্পত্তি এই গীতার থেকেই পাওয়া যায়, বাকি সব শাস্ত্রই তার কাছে সন্তানতুল্য । বাচ্চার থেকে তো বর্সা বা সম্পত্তি পাওয়া যায় না । তোমরা বাচ্চারা তো এই গীতার থেকেই বর্সা বা সম্পত্তি পাচ্ছো, তাই না ? এই গীতা মাতারও পিতা আছে । বাইবেল ইত্যাদি গ্রন্থকে কখনো মা বলা হয় না । তাহলে প্রথমে এই কথাই তোমাদের জিজ্ঞেস করতে হবে, পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? সবার বাবাই তো এক । সমস্ত আত্মাই তো ভাই - ভাই । এক বাবার সন্তান সব । বাবা এই প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারাই মনুষ্য সৃষ্টি করেন, তাই তোমরা নিজেরা ভাই - বোন হয়ে যাও । তাই তোমরা অবশ্যই পবিত্র থাকো । পতিত - পাবন বাবা এসেই তোমাদের যুক্তির দ্বারা পবিত্র বানান । বাচ্চারা জানে যে পবিত্র হতে পারলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক

হওয়া যাবে । এ হলো খুবই বড় আমদানী । কোন্ মূর্খ আছে যে এই ২১ জন্মের বাদশাহী নেওয়ার জন্য পবিত্র থাকবে না ?আবার শ্রীমতও তোমরা পেয়ে থাকো । যে বাবাকে তোমরা অর্ধেক কল্প স্মরণ করেছো, তাঁর নির্দেশ তোমরা মানবে না ? তাঁর নির্দেশে না চললে তোমরা পাপাত্মা হয়ে যাবে । এই দুনিয়াও হলো পাপ আত্মাদের । রাম রাজ্য ছিলো পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া । এখন এই রাবণ রাজ্য হলো পাপ আত্মাদের দুনিয়া । এখন বাচ্চারা তোমাদের চড়তি কলার সময় । তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও । তোমরা কেমন গুপ্তভাবে বসে থাকো । তোমাদের কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । মালা জপ করার কোনো কথাই নেই । বাবাকে স্মরণ করতে করতেই তোমরা কাজও করো । বাবা তোমার এই যজ্ঞের সেবা আমরা স্থূল আর সূক্ষ্ম দুইভাবেই কেমন করে একসাথে করি । বাবা নির্দেশ দেন এমনভাবে স্মরণ করো । বাবা তো তোমাদের নেচার কিওর করান । তোমাদের আত্মা শুদ্ধ হলেই শরীরও শুদ্ধ হয়ে যাবে ।কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করলেই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হতে পারো । তোমরা পবিত্রও হও আর সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের সেবাও করতে থাকো । সেবা করতে থাকলে অনেক খুশীতে থাকতে পারবে । ভাববে আমরা এত সময় বাবার স্মরণে থেকে নিজেদের নিরোগী করেছি অথবা ভারতকে শান্তির দান দিয়েছি । তোমরা শ্রীমতে চলে ভারতকে শান্তি আর সুখের দান দাও । দুনিয়াতে আশ্রম তো অনেক আছে । কিন্তু সেখানে কিছুই নেই । তারা জানেই না যে ২১ পীড়ি স্বর্গের রাজ্য কিভাবে পাওয়া যায় ।

তোমরা এখন রাজযোগের পড়া পড় । দুনিয়ার মানুষও বলে থাকে গড ফাদার এসে গেছেন । অবশ্যই তারা বলে । তাহলে তো সেটা হবেই । বিনাশের জন্য বোম্বও তৈরী হয়েছে । অবশ্যই বাবা এই স্বর্গের স্থাপন আর নরকের বিনাশ করিয়ে থাকেন । এ তো হলো নরক । এখানে কত লড়াই মারামারি হতে থাকে । খুবই ভয়ের । বাচ্চাদের কি করে ভাগিয়ে নিয়ে যায় । কত উপদ্রব হয় । এখন তোমরা জানো যে এই দুনিয়ার বদল হচ্ছে । কলিযুগ বদল হয়ে সত্যযুগ হতে চলেছে । আমরা এই সত্যযুগ স্থাপনে বাবার সাহায্যকারী । ব্রাহ্মণরাই সাহায্যকারী হয় । প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণের জন্ম হয় । দুনিয়ার মানুষের গর্ভের বংশাবলী হয়, আর তোমরা হলে মুখ বংশাবলী । ওরা তো আর ব্রহ্মার সন্তান হয় না । তোমাদের দত্তক নেওয়া হয় । তোমরা ব্রাহ্মণরাই হলে ব্রহ্মার সন্তান । প্রজাপিতা ব্রহ্মা এই সঙ্গম যুগেই হয় । ব্রাহ্মণরাই পরে দেবী - দেবতা হয় । তোমরা দুনিয়ার ব্রাহ্মণদেরও বোঝাতে পারো যে তোমরা হলে গর্ভজাত বংশ । মানুষ বলে, ব্রাহ্মণ দেবী দেবতায়ে নম: । ব্রাহ্মণদেরও নমস্কার করে আবার দেবী-দেবতাদেরও নমস্কার করে । তবে এখন তোমরা যেমন ব্রাহ্মণ, তাদেরই নমস্কার করা উচিত । ভাবে যে, এই ব্রাহ্মণরা তন - মন এবং ধন দিয়ে বাবার শ্রীমতে চলে । লৌকিক জগতের ব্রাহ্মণরা শরীরের যাত্রা করে । আর তোমাদের হলো রুহানী অর্থাৎ ঈশ্বরীয় যাত্রা ।তোমাদের এই যাত্রা কতো মধুর । শরীরের তীর্থযাত্রা তো অনেক আছে । গুরুরাও অনেক আছে । সবাইকেই গুরু বলে দেওয়া হয় । এখন তোমরা জানো যে, আমরা মিষ্টি শিববাবার মতে চলে ব্রহ্মা বাবার দ্বারা স্বর্গের এই বর্সা বা সম্পত্তি নিচ্ছি । বর্সা আমরা শিববাবার থেকে নিয়ে থাকি । তোমরা এখানে এলে ফট্ করে জিজ্ঞেস করি - কার কাছে এসেছ ? তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে এ হলো শিববাবার ধার নেওয়া শরীর বা রথ । আমরা তাঁর কাছেই যাই । বিবাহ চুক্তি ব্রাহ্মণরাই করিয়ে থাকেন । কিন্তু সম্পর্ক তো সাজন আর সজনী দুজনেরই মধ্যেই হয় নাকি বিবাহ চুক্তি করানো ব্রাহ্মণের সঙ্গে ? স্ত্রী তার পতিকে স্মরণ করে নাকি গাঁট বন্ধন যে বাঁধে তাকে স্মরণ করে ? তোমাদের সাজনও হলো শিব । তাহলে তোমরা কেন কোনো দেহধারীকে স্মরণ করো ? তোমাদের তো শিবকেই স্মরণ করতে হবে । এই যে লকেট ইত্যাদি বাবা বানিয়েছেন তাও বোঝানোর জন্য । বাবা নিজে দালাল হয়ে বিবাহ চুক্তি করান । তাই দালালকে স্মরণ করবে না । সজনীদের যোগ

একমাত্র সাজনের সঙ্গে । মাম্মা বাবা এসে বাচ্চাদের দ্বারা মুরলী শোনান, বাবা বলেন যে, এমন অনেক বাচ্চা আছে যাদের ভ্রুকুটিতে বসে আমি মুরলী চালাই – কল্যাণ করার জন্য । আমি কাউকে সাক্ষাত্কার করাতে, কাউকে মুরলী শোনাতে বা কারোর কল্যাণ করতে আসি । ব্রাহ্মণীদের মধ্যে এত শক্তি নেই, আমি জানি যে একে এই ব্রাহ্মণী ওঠাতে পারবে না, তাই আমি এমন তীর লাগাই যা ওই ব্রাহ্মণীর থেকেও তীক্ষ্ণ হয় । ব্রাহ্মণী ভাবে যে একে আমি বুঝিয়েছি । দেহ – অভিমান চলে আসে । বাস্তবে এই অহংকারও আসা উচিত নয় । সবকিছুই শিববাবা করবেন । এখানে তো তিনি তোমাদের বলেন, বাবাকে স্মরণ করো । এই যোগ শিববাবার সাথেই হওয়া উচিত । এই ব্রহ্মা বাবা হলেন মাঝখানের দালাল, তিনি তাঁর পুরস্কার পেয়েই যান । তবুও এই এই বৃদ্ধের শরীর হলো অনুভবী । এ সবকিছুর পরিবর্তন হয় না । নাটকে সবই লিপিবদ্ধ আছে । এমন নয় যে পরের কল্পে অন্যের শরীরে শিববাবা আসবেন । এমন নয়, যে লাস্টে থাকে তাকেই প্রথমে যেতে হবে । ঝাড়ে দেখো , পিছনে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে । এখন তোমরা সঙ্গম যুগে আছো । বাবা এই প্রজাপিতা ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করেছেন । জগদম্বাকে কামধেনু আর কপিলদেবও বলা হয় । কপল অর্থাত্ জোড়ী , বাপ – দাদা, মাতা – পিতা, এরা হলো কপল জোড়ী । মাতার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি পাওয়া যায় না । বর্সা বা সম্পত্তি শিববাবার থেকেই পাওয়া যায় । তাই তাঁকে স্মরণ করা দরকার । আমি এসেছিই এই ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের নিয়ে যেতে । ব্রহ্মা বাবাও শিব বাবাকে স্মরণ করে থাকেন । শংকরের সামনে শিবের চিত্র রাখা হয় । এ সবকিছুই মহিমার জন্য । এই সময় শিববাবা এসেই নিজের সন্তানদের বের করেন । তারপর তোমরা বসে বসে কি বাবার পুজো করবে ? না । বাবা এসেই বাচ্চাদের ফুলের মত তৈরী করেন । গর্ভ থেকে বের করেন । তোমরা প্রতিজ্ঞাও করো যে তোমরা আর পতিত হবে না । বাবা বলেন তোমাদের দত্তক নিয়েছি তাই তোমরা মুখ কালো করো না । যদি এমন করো তাহলে কুল কলঙ্কিত হবে । হেরে গেলে ওস্তাদের নামও তোমরা বদনাম করে দেবে । মায়ার কাছে হেরে গেলে পদও ভ্রষ্ট হয়ে যাবে । আর কোনো সন্ন্যাসীরা এই কথা শেখায় না । কেউ কেউ আবার বলে মাসে একবার বিকারে কোনো ক্ষতি নেই । কেউ আবার বলে ৬ মাসে একবার । অনেকে আবার অজামিলের মতো হয় । ব্রহ্মা বাবা তো অনেক গুরু করেছিলেন । তারা এমন কথা কখনো বলবেন না যে পবিত্র হও । তারা নিজেরাই ভাবে যে আমরাই থাকতে পারবো না । যারা সচেতন হবে তারা চট্ করে বলবে, তোমরা নিজেরাই থাকতে পারবে না, তাহলে আমাদের কিভাবে বলছো ? আবার বলে রাজা জনকের মতো এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তির রাস্তা বলো । আবার গুরুরা বলে ব্রহ্মকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা নির্বাণধামে যেতে পারবে । কেউই কিন্তু যায় না কারণ সেই শক্তিই নেই । সমস্ত আত্মাদের থাকার জায়গা হলো মূলবতন, যেখানে আমরা আত্মারা এক একটি তারার মতো থাকি । আসলে পুজো করার জন্য এমন বড় লিঙ্গ বানানো হয়েছে । বিন্দুর পুজো কেমন করে করা হবে ? এমন কথা বলা হয় যে, ভ্রুকুটির ভিতর চমকানো অদ্ভুত একটি তারা । তাহলে আত্মাদের বাবাও তো এমনই হবে তাই না ? বাবার কোনো দেহ নেই । ওমন একটি তারার পুজো কেমন করে সম্ভব ? বাবাকে পরম আত্মা বলা হয় । তিনি তো বাবা । যেমন আত্মা ঠিক তেমনই পরমাত্মা । পরমাত্মা কোনো বড় কিছু নয় । এই অদ্ভুত জ্ঞান তাঁর মধ্যেই আছে । এই বেহদের ঝাড়কে আর কেউই জানে না । বাবাই হলেন পূর্ণজ্ঞানী । তিনি যেমন জ্ঞানেও সম্পূর্ণ তেমনি পবিত্রতায়ও সম্পূর্ণ । তিনি সবার সদ্গতিদাতা । তিনিই সকলকে সুখ আর শান্তি দেন । তোমরা বাচ্চারা কত বড় বর্সা বা সম্পত্তি পাও, আর কেউই তা পায় না । মানুষ তো গুরুর কত অর্চনা করে থাকে । নিজেদের বাদশাহেরও এমন পুজো করে না ।

এ সকলই হলো অন্ধশ্রদ্ধা । তারা কি কি করতে থাকে । সবেতেই গ্লানি করে থাকে । কৃষ্ণকে কখনো লর্ড বলে থাকে কখনো বা গড বলে থাকে । গড কৃষ্ণ হলো স্বর্গের রাজকুমার, লক্ষ্মী – নারায়ণের জন্যও বলে থাকে যে এরাও গড – গডেজ । তারা এইসব দেবী – দেবতাদের পুরোনো ছবিও কিনে থাকে । যেমন পুরোনো স্ট্যাম্পও অনেক বিক্রি হয় । বাস্তবে সবার থেকে পুরোনো হলেন শিববাবা, তাই না ? কিন্তু তা কেউই জানে না । সমস্ত মহিমাই শিববাবার । এমন তো আর কোথাও পাওয়া যাবে না । পুরানোর থেকেও পুরানো কে ? একনম্বর হলেন শিববাবা । কেউই বোঝে না যে আমাদের বাবা কে ?তাঁর নাম রূপই বা কি ? তারা বলে দেয়, ওনার কোনো নাম বা রূপ নেই, তাহলে তারা কার পুজো কড়ে ? শিব নাম তো আছে, তাই না ? দেশও আছে আবার কালও আছে । তিনি নিজেই বলেন যে আমি এই সঙ্গমেই আসি । আত্মা তো এই শরীরের মাধ্যমেই বলে থাকে । এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে শাস্ত্রে কতো চর্চিত কথা লিখে দিয়েছে, যার জন্য এই উতরতি কলা বা নামার কলা হয়ে গেছে । চড়তি কলা সত্যযুগ আর ত্রেতা যুগকে আর উতরতি কলা দ্বাপর আর কলিযুগকে বলা হয় । এখন আবার তোমাদের চড়তি কলা হবে । বাবা ছাড়া কেউই চড়তি কলা বানাতে পারবে না । এইসব কথাই ধারণ করতে হবে । তাই যে কোনো কাজ করতে করতেই বাবাকে স্মরণ করতে হবে । যেমন শ্রীনাথের মন্দিরে মুখ বেঁধে কাজ করতে হয় । শ্রীনাথ কৃষ্ণকে বলা হয় । শ্রীনাথের ভোজন তৈরী করা হয় । শিববাবা তো এই ভোজনও করেন না । তোমরা যখন পবিত্র ভোজন বানাও তখন তোমাদের বাবার স্মরণে থেকেই তা বানানো উচিত, এর ফলে তোমরা শক্তিও প্রাপ্ত করবে । কৃষ্ণ লোকে যাবার জন্য মানুষ ব্রত, নিয়ম আদি পালন করে । এখন তোমরা জানো যে তোমরা কৃষ্ণপুরীতে যাবে তাই তোমাদের উপযুক্ত তৈরী করা হচ্ছে । তোমরা বাবাকে স্মরণ করলে বাবা তোমাদের গ্যারান্টি দেবে যে তোমরা অবশ্যই কৃষ্ণপুরীতে যাবে । তোমরা জানো যে তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য কৃষ্ণপুরী স্থাপন করছো, তোমরাই সেখানে রাজত্ব করবে । যারা বাবার শ্রীমতে চলবে তারাই কৃষ্ণপুরীতে আসবে । লক্ষ্মী – নারায়ণের থেকেও কৃষ্ণের নাম অনেক বেশী । কৃষ্ণ হল ছোটো বাচ্চা তাই সে মহাত্মার সমান । বালক অবস্থা হলো সতোপ্রধান, তাই কৃষ্ণের এতো নাম । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) নিজের সম্পূর্ণ যোগ এক শিববাবার সাথে রাখতে হবে । কখনোই কোনো দেহধারীকে স্মরণ করবে না । কখনোই নিজের ওস্তাদের (বাবা) নাম বদনাম করবে না ।

২) তোমার দ্বারা যদি কারোর কল্যাণও হয়, তাহলে আমি এর কল্যাণ করেছি, এই অহংকারও করবে না । এও হলো দেহ – অভিমান । সর্বময় কর্তা বাবাকেই স্মরণ করতে হবে ।

বরদান:- নিমিত্ত ভাবের স্মৃতিতে থেকে প্রতি পেপারে উত্তীর্ণ হয়ে সদা প্রস্তুত আর নষ্টমোহা হও ।

সদা প্রস্তুত এই শব্দটির অর্থ হল -- নষ্টমোহা স্মৃতি স্বরূপ । সেই সময় কোনো সম্বন্ধী বা বস্তু স্মরণে আসবে না । কারোর সঙ্গেই সংযোগ হবে না, সবার থেকে পৃথক থাকবে এবং সবার প্রিয়

থাকবে । এর সহজ পুরুষার্থ হলো নিমিত্ত ভাব । নিজেকে নিমিত্ত ভাবলে, যিনি এই নিমিত্ত বানান তাঁর কথা স্মরণে আসবে । আমার পরিবার , আমার কাজ -- এমন নয় । আমি হলাম নিমিত্ত । এই নিমিত্ত ভাবের স্মৃতিতেই প্রতি পেপারে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে ।

স্লোগান:- ব্রহ্মা বাবার সংস্কারকে নিজের সংস্কারে পরিণত করাই হল বাবাকে অনুসরণ করা ।